২০২৩

জলপাইগুড়ি

বামনডাঙ্গা চা বাগান

পুজো পরিক্রমা ২০২৩

চা বাগানে পুজোর সুবাস
তেরো বছরে পড়ল প্রয়াস

MAHARAJA MANINDRA CHANDRA COLLEGE

উদ্যোগে: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ,
মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ

এবছর গন্তব্য- দলগাঁও চা বাগান, ৮-ই অক্টোবর, ২০২৩

পুজো পরিক্রমা ২০২৩ পোস্টার

পুজো পরিক্রমা

২০২৩ পোস্টার

পুজো পরিক্রমা ২০২৩

২০২৩ সালের ৮ই অক্টোবর প্রথমবার মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা এবং গণজ্ঞাপন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং ছাত্র ছাত্রী সহ অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের রওনা ছিল চা বাগানে।

২৫০ জন অনাথ শিশুকে খাওয়ার এবং জামাকাপড় প্রদান করে পুজোর আনন্দ দেওয়া হয়। কিন্তু এর পাশাপাশি প্রথমবারের জন্য ১০০ জন কর্মহারা মহিলাকে শাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার কাছে বামনডাঙ্গা চা বাগানে এই আয়োজন হয়েছিল ৮ই অক্টোবর ২০২৩ সালে। প্রায় কোভিডের সময় থেকে চা বাগান বন্ধ। রোজকার নেই বললেই চলে চা বাগানের কর্মীদের। সেই পরিস্থিতিতে ওই বছরই তাদের মুখে হাসি ফোঁটাতে বাধা রাখলনা মণীন্দ্র কলেজ।

পুজো পরিক্রমা

২০২৩'র মুহূর্ত

মিডিয়া কভারেজ ২০২৩

পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র পুজো পুজো গন্ধ। এই আবহে বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটালেন কলকাতার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা। ডুয়ার্সে বন্ধ বামনডাঙা চা-বাগানে শ্রমিক ও শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন পোশাক। ৩৫০ দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের খাওয়ানোও হল। রবিবার স্থানীয় টিজি প্রাইমারি স্কুলে একটি ছোটো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই পুজোর উপহার তুলে দিয়ে ওই কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা বলেছেন, "পুজোর সময় যখন সবাই মেতে ওঠেন উৎসবে তখন এঁদের কিছুই থাকে না। তাই আমরা সাধ্যমতো পাশে থাকার চেষ্টা করলাম।"

পুজো-উপহার পাহাড়ের গ্রামে

আজকালের প্রতিবেদন

সমতল পেরিয়ে এবার পাহাড়। তেরোয় পা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অভিনব পুজো- পরিক্রমার। এবারের গন্তব্য ছিল জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার কাছে বামনডাঙ্গা চা- বাগান। ওখানকার বন্ধ চা- বাগানের শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটাতে তাঁদের পরিবারের ৩৫০ সদস্যকে নতুন জামা-শাড়ি কেনা থেকে শুরু করে পেটপুরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, এই পুজো- পরিক্রমার যাবতীয় খরচের অর্থ কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা নিজেরাই সংগ্রহ করেছেন।

বাগানের শ্রমিক ও শিশুদের পাশে অধ্যাপক-পড়ুয়ারা

প্রতিবেদন : ডুয়ার্সের বন্ধ বামনডাঙা চা বাগানে শ্রমিক ও শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন পোশাক। এই সঙ্গে পেট ভরে খাওয়ানো হল প্রায় ৩৫০ দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের। টিজি প্রাইমারি স্কুলে একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুজোর আগে এই নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়েছে।

নতুন পোশাক দিচ্ছেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দাস।

পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র পুজো-পুজো গন্ধ। এই আবহে বন্ধ চা বাগান শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটাল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের মিলিত উদ্যোগ। রবিবার ডুয়ার্সের বন্ধ বামনডাঙা চা-বাগানের শ্রমিক ও শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হল নতুন পোশাক। এরই পাশাপাশি, খাওয়ানো হল প্রায় ৩৫০ দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের। ছিলেন নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কজুর, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার। কলকাতার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা নিজেদের উদ্যোগে নতুন পোশাক ও খাবারের ব্যবস্থা করেন। এই নিয়ে ১৩ বছরে পদার্পণ করল তাঁদের এই উদ্যোগ।

শারদ উপহার

পুজোর আগে উত্তরবঙ্গের বানারহাট চা বাগানের শ্রমিকদের ২৫০ জন সন্তানকে নতুন জামাকাপড় ও একশো মহিলাকে শাড়ি উপহার দিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা।

Principal
Maharaja Manindra Ch. College
Kolkata-700 003